একক ১ ❑ নিরীক্ষামূলক গবেষণা

গঠন

১.১ উদ্দেশ্য

১.২ প্রস্তাবনা

১.৩ নিরীক্ষামূলক গবেষণা

১.৩.১ সাধারণ উপাদান

১.৩.২ প্রশ্নমালা পরিলেখ

১.৩.৩ প্রকারভেদ

১.৩.৪ মুখোমুখি সাক্ষাৎকার ও দূরভাষ নিরীক্ষা

১.৩.৫ নিরীক্ষার যথার্থ ক্ষেত্রবিচার

১.৪ সারাংশ

১.৫ অনুশীলনী

১.৬ উত্তর সংকেত

১.৭ গ্রন্থপঞ্জী

১.১ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠের মাধ্যমে যা জানা যাবে তা হল ঃ

- নিরীক্ষামূলক গবেষণার কলা কৌশল।
- নিরীক্ষামূলক গবেষণার বিভিন্ন রূপগত প্রক্রিয়া।
- নিরীক্ষামূলক গবেষণা প্রয়োগের যথার্থ ক্ষেত্র।

১.২ প্রস্তাবনা

সামাজিক গবেষণা হল সমাজ সম্পর্কিত জ্ঞানার্জনের এক সুসংবদ্ধ ও পদ্ধতিগত প্রক্রিয়া। দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য অনুযায়ী সামাজিক গবেষণায় বিভিন্ন ধরনের পদ্ধতি, কৌশল ও হাতিয়ার প্রয়োগ করা হয়ে থাকে। দৃষ্টবাদী দৃষ্টিভঙ্গী অনুসারী সামাজিক গবেষণায় নিরীক্ষামূলক গবেষণা পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়ে থাকে। সামাজিক গবেষণায় এই পদ্ধতিরই বহুল প্রয়োগ দেখা যায়। এই পদ্ধতির বিভিন্ন রূপ থাকায় এক এক ক্ষেত্রে এক এক

রকম প্রক্রিয়া ও কৌশল অবলম্বন করা হয়ে থাকে। তবে, এই পদ্ধতির কিছু সাধারণ উপাদান থাকে। এখন, এই পদ্ধতির পরিচয়ার্থে উল্লিখিত সাধারণ উপাদান এবং প্রকারভেদে প্রক্রিয়াগত কলা কৌশলের তারতম্য ও প্রয়োগের যথার্থক্ষেত্র আলোচনা করা হল।

১.৩ নিরীক্ষামূলক গবেষণা

নিরীক্ষামূলক গবেষণা দ্বারা কোনো সামাজিক ঘটনার বৃহৎক্ষেত্রের পরিমাণ গত তথ্য (Quantitative data) সংগ্রহ করা হয়ে থাকে। গবেষণা সংশ্লিষ্ট আলোচনা একক (Unit of analysis) প্রকৃত একক (Unit of observation)* হিসাবে অন্তর্ভুক্তির দিক থেকে নিরীক্ষামূলক গবেষণা দু'ভাগে বিভক্ত থাকে—সমগ্রক সমীক্ষা (Census study) এবং নমুনা সমীক্ষা (Sample study)। সমগ্রক সমীক্ষায় সংশ্লিষ্ট সকল একককেই সমীক্ষা অন্তর্ভুক্ত করা হয়ে থাকে। এটা জনগণনা দপ্তরের ন্যায় বৃহৎ সংগঠনের পক্ষে করা সাধ্য হয়ে থাকে। নমুনা সমীক্ষায় সমগ্রকের এক নির্দিষ্ট অংশকে সমীক্ষা অন্তর্ভুক্ত করা হয়ে থাকে। এই ধরনের সমীক্ষা সময় ও খরচ সাশ্রয়ী হওয়ায় বেশিরভাগ ক্ষেত্রে অনুসৃত হয়ে থাকে। এই ধরনের সমীক্ষা তিনটি উদ্দেশ্য সাধন করে থাকে। প্রথমত, এই সমীক্ষায় সংশ্লিষ্ট নমুনার সামাজিক অবস্থা, আচরণ, মনোভাব ইত্যাদির বর্ণনাত্মক প্রতিবেদন পাওয়া যায়। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে, এই সমীক্ষা সূত্রে কোনো ঘটনার সঙ্গে অপর কোনো ঘটনার সম্পর্ক নির্দেশ করা হয়ে থাকে। তৃতীয়ত, নমুনা সমীক্ষায় প্রাপ্ত সংবাদ থেকে সমগ্রক সম্পর্কে সামান্যীকরণ করা হয়ে থাকে বাজার সমীক্ষা, দূরদর্শনের সমীক্ষা, মতামত সমীক্ষা ইত্যাদি হল নমুনা সমীক্ষার উদাহরণ। ৭০ এর দশক থেকে নিরীক্ষা মূলক গবেষণা এদেশে বিশেষ ব্যাপকতা লাভ করে থাকে।

*গবেষণার একক বলতে বিভিন্ন ধরনের ব্যক্তি, গোষ্ঠী, কর্মসূচী, জাতি ইত্যাদি বোঝায়, যাদের বৈশিষ্ট্যাবলী গবেষণায় বর্ণনা বা ব্যাখ্যা করা হয়ে থাকে। প্রকৃত একক বা পর্যবেক্ষণ একক হল গবেষণার এককের মধ্যে যারা প্রকৃতপক্ষে গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকে এবং যাদের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়ে থাকে।

অনুশীলনী - ১

১। সঠিক উত্তরটি ✓ চিহ্ন দ্বারা শনাক্ত করুন ঃ

(ক) নিরীক্ষামূলক গবেষণায় গুণবাচক ❑ / পরিমাণ গত ❑ তথ্য সংগ্রহ করা হয়।

(খ) নিরীক্ষামূলক গবেষণায় ক্ষুদ্রক্ষেত্রের ❑ / বৃহৎক্ষেত্রের ❑ তথ্য সংগ্রহ করা হয়।

২। সমগ্র সমীক্ষা ও নমুনা সমীক্ষার মধ্যে পার্থক্য কী? (চারটি বাক্যে উত্তর দিন)

৩। নমুনা সমীক্ষা বেশি অনুসরণ করার কারণ কী?

১.৩.১ সাধারণ উপাদান

নিরীক্ষামূলক গবেষণা, গবেষণামূলক প্রশ্ন বা প্রকল্প (Hypothesis) দিয়ে শুরু হয়ে থাকে। বর্ণনামূলক গবেষণায় (Descriptive research) কোনো ঘটনার কী (What) কেমন (How) ইত্যাদি ধরনের প্রশ্নের উত্তর অন্বেষণ করা হয়ে থাকে। ব্যাখ্যামূলক গবেষণায় (Explanatory research) কোনো ঘটনার কেন (Why) প্রশ্নের উত্তর অন্বেষণ করা হয়ে থাকে। সেলটিজ ও অন্যান্যদের (Seltizefal) মতে গবেষণা বিষয়ে মগ্নতা, প্রাসঙ্গিক মুদ্রিত রচনাপাঠ ও অভিজ্ঞতা বীক্ষা সূত্রে গবেষণামূলক প্রশ্ন নির্ধারিত হয়ে থাকে। আর. কে. মার্টিন (R. K. Marton) এর মতে এই প্রশ্ন সাধারণ (Originating question) থেকে বিশেষায়িত (Specifying question) রূপে গঠিত হয়ে থাকে। অনেক সময় গবেষণামূলক প্রশ্নের পরীক্ষামূলক আগাম উত্তর অনুমান করে নিরীক্ষামূলক গবেষণা অনুসরণ করা হয়ে থাকে। এই পরীক্ষামূলক উত্তর প্রকল্প (Hypothesis) হিসাবে পরিচিত থাকে। এই প্রকল্প অভিজ্ঞতা, ঐতিহ্য, গবেষণা প্রতিবেদন, তাত্ত্বিক কাঠামো প্রভৃতি সূত্রে নির্ধারিত হয়ে থাকে। প্রকল্প বর্ণনাত্মক, দুই ঘটনার বা চলের মধ্যে সম্বন্ধসূচক (Associational) এবং নমুনা থেকে সমগ্রক সম্পর্কে সাধারণ সিদ্ধান্ত মূলক (Generalizational) হয়ে থাকে। বর্ণনাত্মক প্রকল্পের উদাহরণ হল ঃ (কোনো এলাকার) বস্তিবাসীদের শিক্ষার মান অনুন্নত থাকে। তথ্যদ্বারা এই প্রকল্প গ্রহণ বা বর্জন করা যেতে পারে। সম্বন্ধসূচক প্রকল্পের উদাহরণ হল ঃ (কোনো এলাকার) বস্তিবাসীদের আর্থিক অনগ্রসরতার সাথে শিক্ষাগত অনগ্রসরতা সম্পর্কান্বিত থাকে। এই দুই প্রকল্প নমুনা সংশ্লিষ্ট হয়ে থাকে। এই প্রকল্প সমগ্রক সংশ্লিষ্ট হলে তৃতীয় ধরনের প্রকল্প হয়ে থাকে। তৃতীয় ধরনের প্রকল্প পরীক্ষণের উদ্দেশ্যে নঞর্থক (Null hypothesis) এবং সদর্থক (Alternative hypothesis) ভেদে দুই রূপে গঠিত হয়ে থাকে। তবে, প্রকল্প পরীক্ষণের পূর্বে প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত ধারণাসমূহের কার্যকরীকরণ (operationalization of concepts) করা দরকার। কার্যকরীকরণের অর্থ হল ধারণাকে (concept) পরিমাপ করার উদ্দেশ্যে পর্যবেক্ষণযোগ্য করা। এখানে উল্লিখিত দুটি ধারণা—অর্থনৈতিক অনগ্রসরতা এবং শিক্ষাগত অনগ্রসরতা—কার্যকরীকরণ করা দরকার। এক্ষেত্রে ঐ দুই ধারণার পর্যবেক্ষণযোগ্য বিভিন্ন সূচক নির্ধারণ করতে হয়। এখন, অর্থনৈতিক অনগ্রসরতার সূচক হতে পারে—নিম্ন আয়, পারিবারিক সদস্য সংখ্যার আধিক্য, খাদ্যসংস্থানের অপ্রতুলতা ইত্যাদি। শিক্ষাগত অনগ্রসরতার সূচক (Index) হয় শিক্ষাপ্রাপ্তদের স্বল্প হার, শিক্ষার নিম্নমান শিক্ষাগ্রহণে অনীহা ইত্যাদি। ধারণা কার্যকরীকরণের পরে প্রত্যক্ষ তথ্য সংগ্রহের জন্য সংবাদ প্রদানকারী প্রকৃত গবেষণা একক নির্দিষ্ট করতে হয়। নিরীক্ষামূলক গবেষণায় এক্ষেত্রে সাধারণত নমুনায়ন প্রক্রিয়া (Sampling technique) অনুসরণ করা হয়ে থাকে। গবেষণার উদ্দেশ্য সামান্যীকরণ (Generalization) হলে সম্ভাবনা নির্ভর নমুনা চয়ন (Probability sampling) প্রক্রিয়ায় যথার্থ কৌশল—সরল সম্ভাবনানির্ভর নমুনায়ন (Simple random sampling) সুবিন্যস্ত নমুনা চয়ন (Systematic random sampling) স্তরবিন্যাসী নমুনা চয়ন (Stratified random sampling) গুচ্ছ নমুনায়ন (Cluster Sampling) প্রয়োগ করা হয়ে থাকে। অন্যক্ষেত্রে সম্ভাবনা অনির্ভর নমুনা চয়ন (Non probability sampling) প্রক্রিয়ার যথার্থ কৌশল—সুবিধাজনক নমুনায়ন (convenience sampling), উদ্দেশ্যজনক নমুনায়ন (Purposive

Sampling), নির্ধারিত সংখ্যক নমুনায়ন (Quota sampling), ক্রমপুঞ্জীত নমুনায়ন (Snow-ball sampling)—প্রয়োগ করা হয়ে থাকে। এই নমুনায়ন প্রক্রিয়ায় গবেষণার প্রকৃত একক নির্ধারণ করার পরে তথ্য সংগ্রহ প্রক্রিয়া শুরু হয়। এক্ষেত্রে হাতিয়ার (Instrument) হিসাবে প্রশ্নমালা ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

অনুশীলনী - ২

১। সঠিক উত্তরটি ✓ চিহ্নিত করুন—

ব্যাখ্যামূলক গবেষণায় কী ❑ কেন ❑ কেমন ❑ ধরনের প্রশ্নের উত্তর অন্বেষণ করা হয়।

২। গবেষণামূলক প্রশ্নের কয়েকটি উৎস সূত্রের উল্লেখ করুন।

৩। প্রকল্পের বিভিন্ন রূপগুলি কী কী?

১.৩.২ প্রশ্নমালা পরিলেখ

নিরীক্ষামূলক গবেষণায় প্রাসঙ্গিক ও যথাযথ সংবাদ সংগ্রহের হাতিয়ার হিসাবে প্রশ্নমালা গঠন করা হয়ে থাকে। এই উদ্দেশ্যে একটি প্রশ্নমালা পরিকল্পনা অনুসরণ করা দরকার। এই পরিকল্পনার কয়েকটি দিক উল্লেখ করা যাক।

প্রশ্নমালার একেবারে ওপরে গবেষণার উদ্দেশ্য এবং গবেষণা সংস্থার নাম উল্লেখ করতে হয়। প্রশ্নমালায় গবেষণার উদ্দেশ্যের নীচে বন্ধনীর মধ্যে অনেক সময় সাক্ষাৎকারকারীর উদ্দেশ্যে কিছু নির্দেশ অন্তর্ভুক্ত করা হয়ে থাকে। এরপর, বামদিকে উত্তরদাতার সাংকেতিক সংখ্যা এবং ডানদিকের সাক্ষাৎকারের তারিখ ও সময় উল্লেখিত থাকে। এরপর নীচে প্রশ্নাবলী অন্তর্ভুক্ত করা হয়ে থাকে।

নিউম্যান (Neuman) প্রশ্নাবলী বিন্যাসে তিনটি স্তরের উল্লেখ করেন—আদ্য, মধ্য ও অন্তভাগ। প্রথম স্তরে উত্তরদাতার কাছে সহজ, আকর্ষক ও উৎসাহব্যঞ্জক প্রশ্ন রাখা হয়। এক্ষেত্রে সাধারণত উত্তরদাতার পরিচয় সংক্রান্ত নাম, ঠিকানা, শিক্ষা ইত্যাদি—প্রশ্ন অন্তর্ভুক্ত করা হয়। দ্বিতীয় স্তরে গবেষণা বিষয়ের সাধারণ প্রশ্ন অন্তর্ভুক্ত করা হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে একই বিষয়সংক্রান্ত প্রশ্নাবলী পূর্বাপরক্রমে একই সাথে সন্নিবেশিত হয়ে থাকে। কোনো বিষয়ের সাধারণ প্রশ্ন অন্তর্ভুক্ত করার পর ঐ বিষয়ের বিশেষ প্রশ্ন অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। এটা ফানেল পদ্ধতি (Funnel Sequence) নামে পরিচিত থাকে। কিছু ক্ষেত্রে উল্টো ফানেল পদ্ধতিও (Inverse Funnel Sequence) অনুসরণ করা যায় বিশেষ করে যেখানে উত্তরদাতা কোনো বিষয়ের সাধারণ দিক সম্পর্কে অনবহিত থাকে। বেইলি (Bailey) এবং মসার ও ক্যালটনের (Moser & Kalton) মতে প্রশ্নমালার অন্তভাগে আয়, যৌনাচার ইত্যাদি সংক্রান্ত স্পর্শকাতর প্রশ্ন অন্তর্ভুক্ত করা যায়। তবে, যে কোনো স্তরেই ঘটনা সংক্রান্ত প্রশ্ন (factual question) করার পর মতামত সংক্রান্ত প্রশ্ন (Opinion question) অন্তর্ভুক্ত করতে হয়। এছাড়া, প্রশ্নগুলি একটি স্বাভাবিক ক্রমে বিন্যস্ত থাকা দরকার যাতে উত্তরদাতা বিভ্রান্ত না হয়ে সাবলীলভাবে উত্তর দিতে পারে। এক্ষেত্রে উল্লেখ্য, প্রশ্ন মুক্তপ্রায় এবং বন্ধ হতে পারে। মুক্তপ্রান্ত প্রশ্নের (Open ended question) কোনো উত্তরের ইঙ্গিত দেওয়া হয় না। এক্ষেত্রে উত্তরদাতা স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রশ্নের উত্তর দিয়ে

থাকে। বন্ধপ্রশ্নের (Close ended question) ক্ষেত্রে উত্তরের কয়েকটি প্রতিকল্প ইঙ্গিত দেওয়া হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে উত্তরদাতা প্রযোজ্য উত্তরটি মনোনয়ন করে থাকে। তবে, প্রশ্নাবলী বেশি দীর্ঘায়ত না হওয়া বাঞ্ছনীয়। সাধারণত ৩-৪ পৃষ্ঠার প্রশ্নমালা যথেষ্ট হয়ে থাকে।

প্রশ্নাবলীর একেবারে নীচে সাক্ষাৎকারীর মন্তব্যস্থান নির্ধারিত করতে হয়। এছাড়া, ডাকযোগে প্রেরিত প্রশ্নমালার ক্ষেত্রে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে প্রশ্নমালা শেষ করতে হয়। তবে, চূড়ান্ত প্রশ্নমালা গঠনের আগে খসড়া প্রশ্নমালা গঠন করতে হয়। ঐ খসড়া প্রশ্নমালার প্রাক পরীক্ষণ (Pretesting) সাপেক্ষে চূড়ান্ত প্রশ্নমালা (final questionnaine) গঠন করা বিধেয়। প্রাক-পরীক্ষণ বলতে গবেষণায় প্রয়োগের আগে গবেষণা এককের কিছু অংশের মধ্যে খসড়া প্রশ্নমালার পরীক্ষণমূলক প্রয়োগকে বোঝায়। এর মাধ্যমে খসড়া প্রশ্নমালার ত্রুটি, বিভ্রান্তি, ঘাটতি ইত্যাদি পরখ করে এবং খসড়া প্রশ্নমালার প্রয়োজনীয় সংশোধন করে চূড়ান্ত প্রশ্নমালা গঠন করা হয়।

অনুশীলনী - ৩

১। ফানেল পদ্ধতি বলতে কী বোঝায়?

২। সঠিক উত্তরটি ✓ চিহ্নিত করুন

(ক) স্পর্শকাতর প্রশ্ন প্রশ্নমালার আদ্যভাগে ❑ / মধ্যভাগে ❑ / অন্তভাগে অন্তর্ভুক্ত করতে হয়।

(খ) ঘটনা সংক্রান্ত প্রশ্ন মতামত সংক্রান্ত প্রশ্নের পূর্বে ❑ / পরে ❑ অন্তর্ভুক্ত করা দরকার।

৩। সাক্ষাৎকারকারীর উদ্দেশ্যে নির্দেশ প্রশ্নমালায় কোথায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়?

১.৩.৩ প্রকারভেদ

তথ্য বা সংবাদ সংগ্রহের প্রক্রিয়াগত দিক থেকে নিরীক্ষামূলক গবেষণার কয়েকটি রূপ পরিলক্ষিত হয়। এগুলি হল ঃ গোষ্ঠী নিরীক্ষা (Group survery) ডাকযোগে নিরীক্ষা (Mail survey) মুখোমুখি সাক্ষাৎকার (Face to face interview) এবং দূরভাষ নিরীক্ষা (Telephone survey)। গোষ্ঠী নিরীক্ষায় কোনো প্রতিবেদক গোষ্ঠীকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিয়ে প্রশ্নমালা দেওয়া হয় স্বপরিচালিত (Selfadministered) হয়ে উত্তর দেওয়ার জন্য। কোনো সংস্থার কর্মচারীবৃন্দ, কোনো গ্রন্থাগারের সদস্যগণ ঐ গোষ্ঠীর উদাহরণ হতে পারে। এই ধরনের নিরীক্ষায় উত্তরদাতাদের মধ্যে অনেক সময় গবেষক উপস্থিত থাকে প্রশ্ন সম্পর্কে বিভ্রান্তি দূর করার জন্য এবং উত্তরদাতাদের হাল্কা চাল নিয়ন্ত্রণ করার জন্য। এই ধরনের নিরীক্ষায় খরচ কম হয়। এছাড়া, গবেষক একক প্রচেষ্টাতেই এই গবেষণা চালাতে সক্ষম হয়।

ডাকযোগে নিরীক্ষাতেও স্বপরিচালিত হয়ে প্রশ্নমালার উত্তর দেওয়া হয়ে থাকে। এই প্রক্রিয়ায় নমুনা অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিদের ডাকযোগে প্রশ্নমালা পাঠানো হয়ে থাকে। প্রশ্নাবলীর যথার্থ উত্তর পাওয়ার জন্য একটি

নির্দেশনামা পাঠানো হয়। এছাড়া, একটি আবৃত চিঠি দেওয়া হয় প্রশ্নমালার (নির্দেশ অনুযায়ী) উত্তর দান করে ফেরত পাঠানোর অনুরোধ করে। ফেরত পাঠানোর জন্য গবেষকের ঠিকানা লেখা এবং ডাকটিকিট সাঁটা একটি খামও পাঠানো হয়ে থাকে। তবে, এক্ষেত্রে উত্তরদাতাদের উত্তরদানে উদ্বুদ্ধ করার জন্য প্রশ্নমালার ফর্মা চিত্তাকর্ষক হওয়া দরকার। এই উদ্দেশ্যে প্রশ্নমালার কাগজ ও মুদ্রণ উৎকৃষ্টমানের হওয়া দরকার। কিছু কিছু ক্ষেত্রে রঙের ব্যবহার সিদ্ধ। এছাড়া, কিছুক্ষেত্রে আর্থিক উদ্দীপক প্রদানও অপরিহার্য হয়ে থাকে। তবে, স্যানডার্স ও পিনহের (Sanders & Pinhey) মতে গবেষণার উদ্দেশ্য, বিষয় ও প্রাসঙ্গিকতা উল্লেখিত সুচারু আবৃতপত্র বেশি কার্যকরী হয়ে থাকে। এই ধরনের গবেষণা খরচের দিক থেকে সাশ্রয়ী হয়ে থাকে। এছাড়া, নমুনা অন্তর্ভুক্ত সব উত্তরদাতাকে পাওয়া এই গবেষণায় সম্ভব হয়ে থাকে। তবে, এই গবেষণার অসুবিধা হল উত্তরদাতারা সকলেই উত্তর পাঠায় না। এছাড়া, এই প্রক্রিয়ায় গবেষকের প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণ সূত্রে তথ্য সম্ভব হয় না।

অনুশীলনী - ৪

১। গোষ্ঠীনিরীক্ষায় গবেষকের উপস্থিতি কেন প্রয়োজনীয়?

২। ডাকযোগে নিরীক্ষায় উত্তরদাতাদের প্রশ্নাবলীর উত্তরদানে উদ্বুদ্ধ করার জন্য কী করণীয়?

১.৩.৪ মুখোমুখি সাক্ষাৎকার ও দূরভাষ নিরীক্ষা

নিরীক্ষামূলক গবেষণায় প্রাসঙ্গিক তথ্যাবলী সংগ্রহে সাক্ষাৎকার প্রক্রিয়া বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে থাকে। এই প্রক্রিয়ায় সাক্ষাৎকার গ্রহণকারী সুসংগঠিত প্রশ্নমালা অনুযায়ী উত্তরদাতাকে প্রশ্ন করে এবং প্রাপ্ত উত্তর লিপিবদ্ধ করে থাকে। এই সাক্ষাৎকার সাধারণত মুখোমুখি হয়ে থাকে। নিউম্যানের (Numan) মতে এটা দুই অপরিচিত ব্যক্তির মধ্যে এক সামাজিক আন্তক্রিয়া বিশেষ (Social interaction between two strangers)। এই প্রক্রিয়ায় সাক্ষাৎকারকারীকে বিশেষ ভূমিকা পালন করতে হয়। সাক্ষাৎকারকারীকে প্রথমে উত্তরদাতাদের সাথে পরিচিত হতে হয়। এই উদ্দেশ্যে কোনো সংস্থার পরিচয়পত্র বিশেষ কার্যকর হয়ে থাকে। এছাড়া, গবেষণার উদ্দেশ্য জ্ঞাপন ও নেতৃত্বস্থানীয়দের সাথে যোগাযোগ ও পরিচয়পর্ব সুগম করে থাকে। পরিচিতির পর সাক্ষাৎকারকারীকে উত্তরদাতাদের প্রশ্নমালা অনুযায়ী প্রশ্ন উত্থাপন করে উত্তর লিপিবদ্ধ করতে হয়। এই ভূমিকায় সাক্ষাৎকারকারী উত্তরদাতাদের কোনো প্রশ্নের ব্যাখ্যা দেবে না। প্রশ্ন বুঝতে, অসুবিধা হলে প্রশ্ন পুনরুত্থাপন করতে পারে। কিন্তু, প্রশ্নের উত্তরের কোনো ইঙ্গিত (leading question) করা যাবে না। বরং, অনুসন্ধানমূলক প্রশ্ন (prove question) করে যথার্থ উত্তর জানা যেতে পারে। বন্ধপ্রান্ত প্রশ্নে (close ended question) এই কাজ অপেক্ষাকৃত সহজ হয় কারণ, প্রশ্নে প্রদত্ত পরিবর্তন উত্তরগুলির মধ্যে উত্তরদাতার মনোনীত উত্তরটি চিহ্নিত করা হয়ে থাকে। কিন্তু, মুক্তপ্রান্ত প্রশ্নের (Open ended question) ক্ষেত্রে কাজটি কিছু জটিল হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে প্রদত্ত উত্তরটি অপরিবর্তিত ভাবে লিপিবদ্ধ করতে হয়। কিছু ক্ষেত্রে টেপরেকর্ডারের ব্যবহার কাজটিকে সহজ করে থাকে। সাক্ষাৎকার প্রক্রিয়ায় প্রশ্ন উত্থাপন এবং প্রশ্নের উত্তর লিপিবদ্ধ করা ছাড়াও সাক্ষাৎকারকারীর আর একটি বিশেষ ভূমিকা উল্লেখিত হয়ে থাকে, এই ভূমিকা হল উত্তরদাতার সামাজিক

পরিবেশ, দৃষ্টিভঙ্গী, উত্তরদান প্রক্রিয়া সম্পর্কে পর্যবেক্ষণ (observation) করা এবং পর্যবেক্ষণ লব্ধ তথ্য লিপিবদ্ধ করা। এই তথ্যাবলী উত্তরদাতার উত্তরগুলির নির্ভরযোগ্যতা বিচারে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে থাকে। মুখোমুখি সাক্ষাৎকার (face to face interview) এর বিশেষ সুবিধা হল উত্তরদাতা স্বয়ং প্রশ্নের উত্তর দিয়ে থাকে। এই প্রক্রিয়ায় কোনো প্রশ্নের মর্ম বোঝার অসুবিধা হলে সাক্ষাৎকারকারীর সহযোগিতা লাভ করা যায়। এছাড়া, একই সাথে পর্যবেক্ষণ প্রক্রিয়া চলায় প্রদত্ত উত্তরের নির্ভরযোগ্যতা যাচাই করা সম্ভব হয়ে থাকে। তবে, উত্তরদাতাদের খুঁজে বার করা, কাছে পাওয়া খরচাবহুল এবং সময় সাধ্য হয়ে থাকে। এছাড়া, সাক্ষাৎকারকারীর উপস্থিতিহেতু অনেক সময় উত্তরদাতারা স্পর্শকাতর প্রশ্নের উত্তরদান এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে থাকে। ফলে, ঐসব প্রশ্নের উত্তর পাওয়া কঠিন হয়।

নিরীক্ষামূলক গবেষণায় আর এক ধরনের সাক্ষাৎকার হল দূরভাষ নিরীক্ষা। এটি হল অপ্রত্যক্ষ সাক্ষাৎকার। ১৯৮৫ সাল থেকে যুক্তরাষ্ট্রে নিরীক্ষার সাক্ষাৎকারে দূরভাষের ব্যবহার প্রাতিষ্ঠানিক ভাবে স্বীকৃত হয়ে থাকে। এই প্রক্রিয়ায় দূরভাষ নির্দেশিকা (Telephone Directory) থেকে সম্ভাবনা নির্ভর নমুনা চয়ন প্রক্রিয়ার সুবিন্যস্ত নমুনায়ন কৌশল প্রয়োগ করে নমুনা চয়ন করা হয়ে থাকে। অতঃপর, দূরভাষ সংযোগে নমুনা অন্তর্ভুক্ত এককদের সাথে প্রশ্নমালা নির্ভর সংলাপ বিনিময় করা হয়ে থাকে। মুখোমুখি সাক্ষাৎকারের (face to face interview) সাথে দূরভাষ নিরীক্ষার (Telephone Survey) তুলনামূলক বিচারে দ্বিতীয় প্রক্রিয়ার কিছু বিশেষ সুবিধা ও অসুবিধা উন্মেষ করা যায়। দূরভাষ নিরীক্ষা খরচ সাশ্রয়ী এবং কম সময়সাধ্য হয়ে থাকে। এই প্রক্রিয়ায় উত্তরদাতারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রশ্নাবলীর উত্তর দিতে আগ্রহী হয়। প্রশ্নকর্তা সামনে না থাকায় স্পর্শকাতর বিষয়ের উত্তরও যথাযথভাবে দেওয়া হয়ে থাকে। কিন্তু এই পদ্ধতির অসুবিধা হল দূরভাষ নির্দেশিকায় যাদের নাম নেই তারা নমুনা অন্তর্ভুক্ত হয় না। আবার, যাদের নামে একাধিক দূরভাষ সংযোগ থাকে তারা একাধিকবার নমুনায় অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। ফলে, নমুনা সমগ্রকের প্রতিনিধিত্বমূলক হয় না। এছাড়া, দূরভাষ নিরীক্ষায় বেশিক্ষণ কথা বলা না যাওয়ায় সম্পূর্ণ তথ্য পাওয়া সম্ভব হয় না। সর্বোপরি, সাক্ষাৎকারকারী উত্তরদাতার মান ঠিক অবস্থা এবং উদ্দেশ্য উপলব্ধি করতে না পারায় উত্তরের নির্ভরযোগ্যতা যাচাই করা যায় না।

অনুশীলনী - ৫

১। সাক্ষাৎকার প্রক্রিয়া বলতে কী বোঝায়?

২। মুখোমুখি সাক্ষাৎকারে পর্যবেক্ষণের ভূমিকা কী?

৩। দূরভাষ নিরীক্ষা বলতে কী বোঝায়?

১.৩.৫ নিরীক্ষামূলক গবেষণার যথার্থ ক্ষেত্র

নিরীক্ষামূলক গবেষণা পদ্ধতির যথার্থ ক্ষেত্র গবেষণার উদ্দেশ্য এবং ব্যাপকতা বিচারে নির্ধারিত হয়ে থাকে। এই গবেষণার উদ্দেশ্যগত দিক ১.৩ অংশে নিরীক্ষামূলক গবেষণা সংক্রান্ত আলোচনায় উল্লেখিত হয়েছে। ব্যাপকতার দিক থেকে বৃহৎ জনগোষ্ঠীর বৈশিষ্ট্যাবলী সম্পর্কে অন্বেষণের ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি যথার্থ হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে রুবিন এবং বেবীর (Rubin & Babbie) বক্তব্য হল নিরীক্ষা পদ্ধতি নমুনায়ন প্রক্রিয়া প্রয়োগে

মনোনীত ব্যক্তিদের কাছ থেকে সংবাদ সংগ্রহ করে সমগ্রক বা বৃহৎ গোষ্ঠীর বৈশিষ্ট্যাবলী সম্পর্কে আলোকপাত করা যায়। নিউম্যানের মতে অধিক সংখ্যক মানুষের বিশ্বাস, মনোভাব, মতামত, অতীত ও বর্তমানের আচরণ গত বৈশিষ্ট্য জানার জন্য নিরীক্ষা পদ্ধতি প্রয়োগ যথার্থ হয়ে থাকে। এছাড়া, একসাথে একাধিক বিষয়ের অবহিতি, একাধিক চলের পরিমাপ এবং একাধিক প্রকল্পের পরীক্ষণ করার ক্ষেত্রে নিরীক্ষা পদ্ধতি প্রয়োগ যথার্থ হয়ে থাকে।

১.৪ সারাংশ

সমাজে বৃহৎক্ষেত্রের নিরিখে ব্যক্তির বিশ্বাস, মনোভাব আচরণ ইত্যাদির ন্যায় সামাজিক ঘটনার বর্ণনাত্মক, ব্যাখ্যামূলক এবং সাধারণ সিদ্ধান্ত মূলক প্রশ্নের বা প্রকল্পের উত্তর অনুসন্ধানের জন্য নিরীক্ষা পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়ে থাকে। নিরীক্ষামূলক গবেষণা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই নমুনা সমীক্ষা রূপে প্রয়োগ করা হয়ে থাকে। নমুনায়ন প্রক্রিয়ার যথার্থ কৌশল অবলম্বন করে পর্যবেক্ষণ একক মনোনীত করা হয়ে থাকে। অতঃপর প্রশ্নমালা নির্ভর তথ্যাবলী সংগ্রহ করা হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে গোষ্ঠী সমীক্ষা, ডাকযোগে সমীক্ষা, মুখোমুখি সাক্ষাৎকার ও দূরভাষ নিরীক্ষা প্রক্রিয়া প্রয়োগ করা হয়ে থাকে। উল্লিখিত প্রক্রিয়ায় সংগৃহীত তথ্যাবলী একটি সাধারণ ফর্মায় স্থানান্তরিত করে পরিসংখ্যান পদ্ধতি প্রয়োগে বিশ্লেষণ করা হয় এবং প্রাপ্ত সংবাদ প্রতিবেদিত করা হয়ে থাকে।

১.৫ অনুশীলনী

১। নিরীক্ষামূলক গবেষণা কী উদ্দেশ্যে অনুসরণ করা হয়ে থাকে?

২। ধারণার কার্যকরীকরণ কাকে বলে? উদাহরণসহ লিখুন।

৩। মুক্তপ্রান্ত এবং বদ্ধপ্রান্ত প্রশ্নের মধ্যে পার্থক্য কী?

৪। প্রশ্নমালার প্রাক পরীক্ষণ বলতে কী বোঝায়? চূড়ান্ত প্রশ্নামালা গঠন প্রাক পরীক্ষণের ভূমিকা কী?

৫। ডাকযোগে নিরীক্ষার উপাদানগুলি লিখুন।

৬। মুখোমুখি সাক্ষাৎকারে সাক্ষাৎকারকারীর ভূমিকা কী?

৭। দূরভাষনিরীক্ষার অসুবিধাজনক দিকগুলি উল্লেখ করুন।

১.৬ উত্তরসংকেত

অনুশীলনী - ১

১। (ক) নিরীক্ষামূলক গবেষণায় গুণবাচক ❑ / পরিমাণগত ☑ / তথ্য সংগ্রহ করা হয়।

(খ) নিরীক্ষামূলক গবেষণায় ক্ষুদ্রক্ষেত্রের ❑ / বৃহৎক্ষেত্রের ☑ / তথ্য সংগ্রহ করা হয়।

২। সমগ্রক সমীক্ষা ও নমুনা সমীক্ষার মধ্যে পার্থক্য হল সমগ্রক সমীক্ষায় সংশ্লিষ্ট সকল একককেই

সমীক্ষা অন্তর্ভুক্ত করা হয়ে থাকে, কিন্তু নমুনা সমীক্ষায় সমগ্রকের একটি অংশকে নমুনায়ন প্রক্রিয়ায় সমীক্ষা অন্তর্ভুক্ত করা হয়ে থাকে।

৩। সময় ও খরচ সাশ্রয়ী হওয়ায় নমুনা সমীক্ষা বেশি অনুসরণ করা হয়।

অনুশীলনী - ২

১। ব্যাখ্যামূলক গবেষণায় কী ❑ কেন ❑ কেমন ❑ ধরনের প্রশ্নের উত্তর অন্বেষণ করা হয়।

২। গবেষণামূলক প্রশ্নের উৎস বলতে গবেষণা বিষয়ে মগ্নতা, প্রাসঙ্গিক মুদ্রিত রচনা পাঠ ও অভিজ্ঞতাবীক্ষার উল্লেখ করা যায়।

৩। প্রকল্পের রূপগুলি হল ঃ বর্ণনাত্মক, দ্বি-চলের সম্বন্ধসূচক ও নমুনা থেকে সমগ্রক সম্পর্কে সাধারণ সিদ্ধান্তমূলক।

অনুশীলনী - ৩

১। কোনো বিষয়ে সাধারণ প্রশ্ন অন্তর্ভুক্তির পর বিশেষ প্রশ্ন অন্তর্ভুক্তিকে ফানেল পদ্ধতি বলে।

২। (ক) স্পর্শকাতর প্রশ্ন প্রশ্নমালার আদ্য-ভাগে ❑ / মধ্যভাগে ❑ / অন্তভাগে ☑ অন্তর্ভুক্ত করতে হয়।

(খ) ঘটনা সংক্রান্ত প্রশ্ন মতামত সংক্রান্ত প্রশ্নের পূর্বে ☑ / পরে ❑ অন্তর্ভুক্ত করা দরকার।

৩। প্রশ্নমালায় গবেষণার উদ্দেশ্য উল্লেখের নীচে বন্ধনীর মধ্যে সাক্ষাৎকারকারীর উদ্দেশ্যে কিছু নির্দেশ অন্তর্ভুক্ত করা হয়ে থাকে।

অনুশীলনী - ৪

১। গোষ্ঠী সমীক্ষায় প্রশ্ন সম্পর্কে বিভ্রান্তি দূর করার জন্য এবং উত্তরদাতাদের হালকা মনোভাব নিয়ন্ত্রণ করার জন্য গবেষকের উপস্থিতি প্রয়োজনীয় হয়ে থাকে।

২। ডাকযোগে নিরীক্ষায় উত্তরদাতাদের প্রশ্নমালায় উত্তরদানে উদ্বুদ্ধ করার জন্য আলাদা খামে একটি আবৃতি চিঠি দেওয়া হয়। ঐ চিঠিতে গবেষণার উদ্দেশ্য, বিষয় এবং প্রাসঙ্গিকতা উল্লেখ করে প্রশ্নমালায় যথার্থ উত্তর লিপিবদ্ধ করে ফেরত পাঠানোর অনুরোধ করা হয়ে থাকে। ফেরত দেওয়ার জন্য গবেষকের ঠিকানা লেখা এবং ডাকটিকিট আঁটা ফিরতি খাম উত্তরদাতাকে দেওয়া হয়ে থাকে। অনেক সময় প্রশ্নমালার ফর্মা চিত্তাকর্ষক করা হয়ে থাকে। এছাড়া, কিছু ক্ষেত্রে উদ্দীপক স্বরূপ কিছু অর্থও পাঠানো হয়ে থাকে।

অনুশীলনী - ৫

১। সাক্ষাৎকার হল দুই অপরিচিত ব্যক্তির মধ্যে এক সামাজিক আন্তঃক্রিয়া। নিরীক্ষার ক্ষেত্রে এই প্রক্রিয়ায় সাক্ষাৎকারকারী সুসংগঠিত প্রশ্নমালা অনুযায়ী উত্তরদাতাকে প্রশ্ন করে এবং প্রাপ্ত উত্তর লিপিবদ্ধ করে থাকে।

২। মুখোমুখি সাক্ষাৎকারে পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে উত্তরদাতার সামাজিক পরিবেশ, দৃষ্টিভঙ্গী, উত্তরদান প্রক্রিয়া সম্পর্কে বিশেষ অবহিতি লাভ করা যায় যার মাধ্যমে উত্তরগুলির বিশ্বাসযোগ্যতা যাচাই করা সম্ভব হয়।

৩। দূরভাষ নিরীক্ষা বলতে দূরভাষ সংযোগে নমুনা অন্তর্ভুক্ত এককদের সাথে প্রশ্নমালা নির্ভর সংলাপ করাকে বোঝায়।

সর্বশেষ প্রশ্নাবলী

১। নিরীক্ষামূলক গবেষণা সাধারণত তিনটি উদ্দেশ্যে অনুসরণ করা হয়ে থাকে। এই সমীক্ষায় সংশ্লিষ্ট নমুনা অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিবর্গের সামাজিক অবস্থা, আচরণ, মনোভাব ইত্যাদির বর্ণনাত্মক প্রতিবেদন পেশ করা হয়ে থাকে। দ্বিতীয়ত, এই সমীক্ষায় কোনো ঘটনার সাথে অপর কোনো ঘটনার সম্পর্ক নির্দেশ করা হয়ে থাকে। তৃতীয়ত, নমুনার বৈশিষ্ট্য থেকে সামান্যীকরণ সূত্রে সমগ্রকের বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করা।

২। ধারণার কার্যকরীকরণের অর্থ হল ধারণাকে পরিমাপ করার উদ্দেশ্যে পর্যবেক্ষণযোগ্য করা। এক্ষেত্রে ধারণাটির প্রয়োজনীয় সূচক নির্দেশ করতে হয়। যেমন, শিক্ষাগত অনগ্রসরতা একটি ধারণা। একটি পর্যবেক্ষণযোগ্য করার জন্য কয়েকটি প্রয়োজনীয় সূচক হল ঃ শিক্ষা গ্রহণে অনীহা, শিক্ষার নিম্নমান, শিক্ষা প্রাপ্তদের স্বল্প হার।

৩। মুক্তপ্রান্ত এবং বন্ধপ্রাপ্ত প্রশ্নের পার্থক্য হল ঃ মুক্তপ্রান্ত প্রশ্নে কোনো উত্তরের ইঙ্গিত দেওয়া হয় না। কিন্তু বন্ধ প্রশ্নে প্রশ্নের একাধিক বিকল্প উত্তর দেওয়া থাকে। এছাড়া, মুক্তপ্রান্ত প্রশ্নে উত্তরদাতা স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে। কিন্তু বন্ধপ্রশ্নে উত্তরদাতা প্রদত্ত উত্তরের মধ্যে কোনো একটি মনোনয়ন করে মাত্র।

৪। প্রশ্নমালার প্রাক পরীক্ষণ বলতে বোঝায় মূল গবেষণায় প্রয়োগের পূর্বে খসড়া প্রশ্নমালা গবেষণা এককের এক ক্ষুদ্রাংশের মধ্যে পরীক্ষামূলকভাবে প্রয়োগ করা। চূড়ান্ত প্রশ্নমালা গঠনে প্রাকপরীক্ষণের ভূমিকা হল খসড়া প্রশ্নমালার ত্রুটি, বিভ্রান্তি ইত্যাদি পরখ করে যথার্থ চূড়ান্ত প্রশ্নমালা গঠনে সহায়তা করা।

৫। ডাকযোগে নিরীক্ষার উপাদানগুলি হল ঃ

প্রশ্নমালার সাথে উত্তরদানের নির্দেশনামা পাঠানো;

একটি আবৃত পত্র দিয়ে উত্তরদানে অনুরোধ করা,

উত্তরসংবলিত প্রশ্নমালা ফেরত পাঠানোর জন্য ডাকটিকিট লাগানো এবং গবেষকের ঠিকানা সংবলিত ফিরতি খাম পাঠানো;

কিছু ক্ষেত্রে উদ্দীপক হিসাবে অর্থ প্রদান;

সর্বোপরি, প্রশ্নমালা ফর্মা চিত্তাকর্ষক করা।

৬। মুখোমুখি সাক্ষাৎকারে সাক্ষাৎকারকারীকে কিছু ভূমিকা পালন করতে হয় ;

প্রথমে সাক্ষাৎকারকারীকে উত্তরদাতাদের সাথে পরিচিতির সূত্রে আবদ্ধ হতে হয়;

অতঃপর প্রশ্নমালা অনুসারে উত্তরদাতাদের উদ্দেশ্যে প্রশ্ন উত্থাপন করতে হয়;

উত্থাপিত প্রশ্নে উত্তরগুলি যথার্থভাবে লিপিবদ্ধ করতে হয়;

এছাড়া, উত্তরদাতাদের সামাজিক পরিবেশ, মনোভাব, উত্তরদান প্রক্রিয়া পর্যবেক্ষণ করতে হয় এবং প্রাসঙ্গিক মন্তব্য লিপিবদ্ধ করতে হয়।

৭। দূরভাষ নিরীক্ষার অসুবিধা জনক দিকগুলি হল ঃ

দূরভাষ নির্দেশিকায় যাদের নাম থাকে না তারা নমুনা অন্তর্ভুক্ত হয় না। আবার, যাদের নাম একাধিকবার থাকে তারা একাধিকবার নমুনা অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। ফলে, নমুনা সমগ্রকের প্রতিনিধিত্ব মূলক হয় না।

দূরভাষে বেশিক্ষণ সংলাপ চালানো যায় না। ফলে প্রাপ্তসংবাদ সম্পূর্ণ হয় না।

এছাড়া, পর্যবেক্ষণ প্রক্রিয়া সম্ভব না হওয়ায় প্রাপ্ত উত্তরের নির্ভরযোগ্যতা যাচাই করা যায় না।

১.৭ গ্রন্থপঞ্জী

১। বেইলি. কে. ডি. মেথডস অফ সোশ্যাল রিসার্চ (তৃতীয় সংস্করণ) ফ্রি প্রেস্ নিউইয়র্ক, ১৯৮৭।

২। বেকার থেরিসি এল. ডুইং সোশ্যাল রিসার্চ (দ্বিতীয় সংস্করণ) ম্যাকগ্রহীলস ইনক, সিঙ্গাপুর, ১৯৯৪।

৩। ঘোষ, বিনয় ঃ সাইনটিফিক মেথডস এন্ড সোশ্যাল রিসার্চ (দ্বিতীয় সংস্করণ) স্ট্যালিং পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, নিউ দিল্লি, ১৯৮৪।

৪। চট্টোপাধ্যায়, কৃষ্ণদাস ঃ সামাজিক গবেষণা ঃ পদ্ধতি ও প্রক্রিয়া (দ্বিতীয় সংস্করণ) আরামবাগ বুক হাউস, কোলকাতা, ২০০২।